A Dissertation Submitted in Fulfillment of the Requirement for the

Master of Arts in English Language and Literature

THE DUMB WAITER

Supervisor :

Dr. Fakrul Alam
Professor, Dept of English
East West University
45-46 & 53 Mohakhali C/A
Dhaka-1212

Submitted by:

Farah Zeba
ID : 2005-2-93-006

Date of Submission: Dec. 11, 2006

Acknowledgement

Thanks to those who inspired me at each stage in the preparation of this dissertation. I want to thank Dr. Fakrul Alam for helping me choose the topic, for sharing his precious time and ideas, for correcting my errors, and for re-shaping my ideas. I have learnt a lot from the lectures given by Dr. Fakrul Alam on *Translation Studies.* I also thank my husband SK. Abdul Rabbi for helping me whenever I faced any problem.

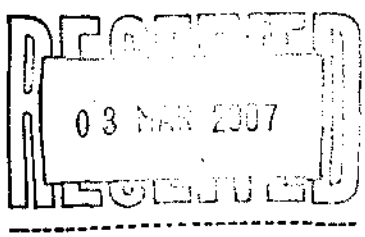

Since this is a play and can be staged for the audience, the translator need to translate the dialogue as they are spoken by the characters in real life situations.

In **The Dumb Waiter** Ben and Gus feel most of these Pinteresque effects. They are hoods of some kind, hit-men in the hire of some Mr. Big, amusing characters in themselves. They are obviously extremely efficient at what they do. They have now been called upon to do it again. These men are conditioned to obey orders.

"When the prevalent idea is to bear with the torments of time, a little more words or the usual repetition employed to create a telling effect of the torments just fills the bill. Pithy remarks, stichomythic dialogue, and word-play bring in welcome diversion to an otherwise arid stage. And numerous pauses give the kinetic mechanism a stuffed-up feeling ".

This is what is true for Harold Pinter's The Dumb Waiter. While translation the piece into Bangla, I mastered the art of reading out loud – as I wanted to make sure what Ben and Gus felt in the target language.

One of the curious aspects of Bangla language that I came across while at the job was Bangla's richness in expressions used to address a person. The words তুই (tui), তুমি (tumi), আপনি (apni) carry differing degree of formality (or the absence of it). These Bangla forms of the pronoun "you" were utilized as a basis of the peculiar context that gives birth to the various moods the addressed and the addressee go through. I tried, also, to use this as a device to create a sense of humour that hasn't, I hope, diminished the pain that is at the heart of the theatre of the absurd. Besides, I also tried to use the Bangla variants to create the sense of companionship, the closeness, or common grounds found among. say, inmates.

Gus does not repress his anxiety or the lack of mastery over the situation, and thus appears rather flamboyant at times. Side by side with this difference of character is Ben's superiority over Gus in, e.g., choosing the "does" and "don't", discarding a thought, making decisions etc. This is interesting in that Gus, until the climax, remains, so to speak, afraid of Ben. Maybe he doesn't want a scuffle with Ben.

A comic effect is definitely unmistakable, because at other times they would both address each other with a show of tolerance (তুমি).

Some words or expressions were kept as it is for the fear that they might lose propriety, or sound out-of-the-context if translated into Bangla. This was not because of a lack of suitable expression; but sometimes for the sake of the tempo, or for the hope of certain crispness, some English words (e.g., cigarettes, gas, cricketers, flash, cup, packet, stage, call, cafe, bag, tie, service, model and names of some exotic and luxury dishes) were kept in Englsih but written in Bangla.

Be it due to the popular "the-world-is-one-village" theory or the richness of language, Bangla, like some other language, has opened herself to a number of English words. In such circumstances, translating those expressions into Bangla seemed unnecessary. However, this doesn't help the characters be contextualized in the Bangladeshi setting.

I believe there is no point in retaining the exact meaning of the source language, if I can do so with the connotations. Conformity as a complex after all. Even though I kept the word "gas" and didn't just make it জ্বালানি (jalani) or লাকড়ি (laakri), (I wouldn't have done anything else even if these were vernacular in the supposed level of society the audience would trace Gus and Ben to be-only because the pun on the word Gus can not be compromised) as it would sound rigid and very improper if I did, I had to change the word "lavatory" into টয়লেট (toilet) which in English still-just to make the thing closer to the Bangla ears. "Christ" was not made "যীশু" but "খোদা" "shilling" was transformed into "টাকা" "pint" into "লিটার", "Larder" into "রান্নাঘর", "Alka-Seltzer" into "আমি আসছি". At times I also needed changing some punctuation marks:

BEN.....**Why don't you just do it and shut up!**

I took the liberty of treating this as a rhetorical interrogative and hence turned it into an imperative because an assertive would do just fine. But I had to be choosy in selecting or discarding different possible Bangla versions of a single English sentence.

As far as I can see language cannot avoid social classes and even intonation can identify a speaker as belonging to a centre class in a given time.

The art of translation is a subsidiary art and derivative. One this account it has never been granted the dignity of original work.

According to Andre Lefevere, "Translation is the most obviously recognizable type of rewriting. It is potentially the most influential because it is able to project the image of an author".

In the essay "Bangali Poetry into English: An Impossible Dream". Marian Maddern states that total equivalence is impossible but degree of equivalence is possible. Susan Basnett, Jakobson and Nida also agree with Maddern that "Exact translation is quite impossible". So, sometimes it becomes difficult to maintain exact equivalence in translation the Translator must be careful about the specific location of cultures.

Finally in the essay, " The Politics of Translation", Gayatri Chakravorty Spivak states that a translator should have close connection with both source language and target language and strives for cultural equivalence. These theories helped me a lot in translating the play **The Dumb Waiter.**

দ্যা ডাম্ব ওয়েটার

দৃশ্য ঃ মাটির নীচের তলার রুম। দুটি বিছানা- লাল দেয়ালের সাথে মেশানো। বিছানা দুটির মাঝখানে সার্ভিং হ্যাচ বন্ধ অবস্থায়। বাম দিকে কিচেন ও টয়লেটে যাবার দরজা। ডান দিকে করিডোরে যাবার দরজা।

বেন বামে, বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। গাস্ ডানে বিছানায় বসে অতিকষ্টে ফিতা লাগানোয় ব্যস্ত।

দু'জনের পরনে শার্ট, আর ব্রেসের সাথে ঝুলানো ট্রাওজারস।

গাস্ ফিতা বেঁধে উঠে দাঁড়ায়, হাই তোলে এবং বাম্ দরজায় দিকে ধীর পায়ে হেঁটে যায়। থামে, নীচে তাকায় এবং পা ঝাঁকায়।

বেন খবরের কাগজ নামিয়ে ওর দিকে তাঁকায়। গাস্ হাঁটু গেড়ে বসে, ফিতা খুলে ফেলে এবং ধীরে ধীরে জুতা খুলে জুতার ভিতরে তাকায় এবং চ্যাপটা হয়ে যাওয়া একটা ম্যাচ্‌বাংক্স বের করে। সে ওটাকে ঝাঁকায় এবং পরীক্ষা করে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায়। বেন খবরের কাগজ গুছিয়ে পড়ায় মনোযোগ দেয়। গাস্ মাচবাক্সটা পকেটে রাখে এবং হাটু গেড়ে বসে জুতা পরার জন্য। খুব ঝামেলার পর ফিতা বাঁধে। বেন খবরের কাগজ নামিয়ে ওকে দেখে। গাস্ বামের দরজার দিকে হেটে গিয়ে দাঁড়ায় এবং অন্য পা ঝাঁকায়। হাঁটু গেড়ে বসে ফিতা খুলে ফেলে। জুতা খুলে ওটার ভিতরে তাকায় এবং চ্যাপ্টা অবস্থায় সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে। নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায়। বেন খবরের কাগজ গুছিয়ে পড়ায় মনোযোগ দেয়। গাস্ প্যাকেটটা পকেটে রাখে, ঝুঁকে জুতা পরে ফিতা বাঁধে। বাম দিকে বেরিয়ে যায়।

বেন বিছানার উপর খবরের কাগজ ছড়ে কড়াদৃষ্টিতে গাসের দিকে তাকায়। আবার খবরের কাগজ তুলে শুয়ে শুয়ে পড়তে থাকে।

নিরবতা।

বামে টয়লেটের ফ্লাশ টানার শব্দ দু'বার। কিন্তু ফ্লাশ হয়না।

নিরবতা।

বাম দিক থেকে গাস্ ফেরে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়, মাথা চুলকায়।

বেন খবরের কাগজ ছুড়ে মারে।

বেন ঃ ধুর!

খবরের কাগজ তোলে।

কি অবস্থা? তাইলে শোন।

খবরের কাগজের দিকে ইঙ্গিত করে।

শাতাশি বছরের একজন রাস্তা পার হইতে চাইছিল। কিন্তু রাস্তায় অনেক গাড়ি বুঝলি? সে বুঝতে পারতাছিল না কিভাবে রাস্তা পার হইবে। আর তাই এক ট্রাকের নীচে হামাগুড়ি দিল।

গাস্ ঃ কি করল?

বেন ঃ এক ট্রাকের নীচে হামাগুড়ি দিল। ট্রাকটা দাঁড়াইয়া ছিল।

গাস্ ঃ না তাই?

বেন ঃ আর তখনই ট্রাকটা গেল তার উপর দিয়া।

গাস্ ঃ যা!

বেন ঃ আরে তাইতো লেখা।

গাস্ ঃ লেখা থাকলেই হইল!

বেন ঃ আর কিছু লাগে না বমি করার জন্য লাগি।

গাস্ ঃ এই রকম একটা কাজ তাকে কে করতে কইল?

বেন ঃ শাতাশি বছরের একজন মানুষ ট্রাকের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে।

গাস্ ঃ বিশ্বাস করা যায় না।

বেন ঃ আরে এখানে লেখা আছে।

গাস্ ঃ অবিশ্বাস্য।

নিরবতা।

গাস্ মাথা ঝাকায় বের হয়ে যায়। বেন শুয়ে শুয়ে পড়তে থাকে। টয়লেটের ফ্লাস টানা হয় একবার. কিন্তু ফ্লাশ হয় না। বেন খবরের কোন একটা অংশের উদ্দেশ্যে শীষ দেয়। গাস্ ফিরে আসে।

তোমাকে কিছু বলার ছিল।

বেন ঃ তুই ওখানে কি করছিস্?

গাস্ ঃ আমি, আমি একটু

বেন ঃ চা-এর কি হইল?

গাস্ ঃ এইতো বানাতে যাচ্ছি।

বেনঃ তো যা। বানায়ে ফেল।

গাস্ ঃ হ্যাঁ, যাই। (সে চেয়ারে বসে কিছু একটা নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন)।) সে আসলে ভাল ভাল বাসন-পত্র সাজিয়েছে এবার। আমার বলতে হবে। দাগ্ দাগ্ কাটা। সাদা সাদা দাগ্ ওয়ালা।

(বেন পড়তে থাকে)। জিনিস গুলো ভাল বলতেই হয়। (বেন পৃষ্ঠা উল্টায়।)

বুঝলাতো সাদা অংশটা শুধু কাপের চারপাশে ঘিরে। কাপের কিনারা বরাবর বাকীটা পুরোটাই কালো। পিরিচটাও তাই শুধু মাঝখানটা সাদা এক্কেবারে মাঝখানটা যেখানে কাপটা বসে।

বেন পড়তে থাকে।

প্লেট গুলোও একই রকম, বুঝলা। পার্থক্য শুধু কালো দাগ্, একবারে মাঝ বরাবর। সত্যিই ভাল লাগলো বাসন পত্রগুলো।

বেন ঃ (এখনোপড়ছে) প্লেট দিয়ে তৈরি কি হবে? তুইতো আর খাবি না।

গাস্ ঃ কিছু বিসকিট আনলামতো।

বেন ঃ ওগুলো তাড়াতড়ি খেয়ে ফেলা উচিৎ।

গাস্ ঃ আমি সবসময়ইতো কিছু বিসকিট আনি অথবা একটা পাই। জানিসতো শুধু চা খেতে পারিনা।

বেন ঃ তাইলে চা বানা। বেশী দেরী নেই আর।

সিগারেটের চ্যাপ্টা প্যাকেটটা গাস্ পরীক্ষার করে।

গাস্ ঃ সিগারেট আছে? আমার কাছে আর নেই মনে হয়। প্যাকেটা উপরে ছুঁড়ে মারে এবং সামনে ঝুঁকে ধরে ফেলে। এইবারের কাজটা বেশী সময় ধরে না হলেই ভাল হয়। (খুব নিশানা করে প্যাকেটটা বিছানার নিচে ছুইড়া মারে।) ও, তোকে একটা কথা বলার দরকার

বেন ঃ (খবরের কাগজ ছুড়ে মেরে) ধ্যাৎ!

গাস্ ঃ কি রে?

বেন ঃ আরে আট বছরের এক পিচ্চি একটা বিড়ালরে মাইরা ফেললো!

গাস্ ঃ আরে যা।

বেন ঃ হাস্যা ঘটনা। হা চিন্তা করার বিষয়। আট বছরের পিচ্চি একটা বিড়াল মারল!

গাস্ ঃ কিভাবে মারল পোলাটা ?

বেন ঃ আরে ওটা মাইয়া।

গাস্ ঃ মারল কিভাবে মাইয়া ?

বেন ঃ মাইয়াটা

(সে খবরের কাগজ তোলে এবং দেখে নেয়।)

এ বিষয়ে তো কিছুই লেখেনি।

গাস্ ঃ লেখেনি কেন?

বেন ঃ দাঁড়া, দাঁড়া! লেখা আছে ওর ভাই। বয়স এগারো, ঘটনাটা যন্ত্রপাতি রাখার ঘর থেকে দেখেছে।

গাস্ ঃ বলে যা!

বেন ঃ কি উদ্ভট।

স্বল্প বিরতি।

গাস্ ঃ আমি নিশ্চিত পোলাটাই কাজটা করেছে।

বেন ঃ কে?

গাস্ ঃ ভাই-টা।

বেন ঃ মনে হয় ঠিক-ই বলছিস।

স্বল্প বিরতি।

(খবরের কাগজ ছুড়ে ফেলে দিয়ে) চিন্তা করে দেখ্! এগার বছরের একটা পোলা বিড়াল মাইরা দোষ দেয় কিনা আট বছরের বুনডির ঘাড়ে। আর কিছু লাগে না। (প্রচন্ড বিরক্তিতে খবরের কাগজ ছুড়ে ফেলে। গাস্ উঠে দাঁড়ায়।)

গাস্ ঃ (বেন পড়েছ) উনি কখন যোগাযোগ করবে?

বেন ঃ তোর সমস্যাটা কি? যেকোন সময় যোগাযোগ করবে। যে কোন সময়।

গাস্ ঃ (পাটা বেন এর বিছানার দিকে রেখে) মানে, আমি তোমাকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলাম।

বেন ঃ কি?

গাস্ ঃ দেখেছ ঐ ট্যাঙ্কটা ভর্তি হতে কত সময় নেয়?

বেন ঃ কোন টাঙ্ক?

গাস্ ঃ টয়লেটের টা।

বেন ঃ না দেখিনি। অনেক সময় নেয় নাকি?

গাস্ ঃ ভয়ঙ্কর।

বেন ঃ তো, সমস্যাটা কি?

গাস্ ঃ তোর কি মনে হয় সমস্যাটা কি?

বেন ঃ কিছুই না।

গাস্ ঃ কিছুই না।

বেন ঃ ভেতরের ফ্লাশটা নষ্ট, এছাড়া আর কি?

গাস্ ঃ কি নষ্ট ?

বেন ঃ ফ্লাশ।

গাস্ ঃ ; গল্পি নাকি?

বেন ঃ তাইতো মনে হয়।

গাস্ ঃ আরে যাও। ওরকম কিছু আমার মাথায়ই আসেনি।

(গাস্ তার বিছানার দিকে যায়, তোষক-জাজিম ঠিক করে) আজ ভাল ঘুম হয়নি। তোমার? বিছানাটা তেমন সুবিধার না। আরেকটা কাঁথা পেলেও ভাল হত। (দেয়ালে ঝুলানো একটা ছবি দেখে গাস) এটা কি? (তাক করে দেখে) "প্রথম এগারো জন ক্রিকেটার। এটা দেখছ আগে, বেন?

বেন ঃ (পড়তে পড়তে) কি?

গাস্ ঃ প্রথম এগারোজন।

বেন ঃ কী?

গাস্ ঃ প্রথম এগারো জনের একটা ছবি ঝুলানো এখানে।

বেন ঃ কিসের প্রথম এগারো জন?

গাস্ ঃ (ছবিটা পরীক্ষন করে) আর কিছু বলার নাই।

বেন ঃ চা-এর কি হল?

গাস্ ঃ সবকটাকেই কেমন বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছে। (গাস্ ষ্টেজের সামনে আসে, সোজাসুজি তাকায়, তাপের সারা ঘরে হাটতে থাকে) বই বস্তিতে থাকতে ইচ্ছা করছে না। একটা জানালা থাকলে সমস্যাটা কি ছিল? বাইরের দৃশ্য কেমন একটু দেখা যেত।

বেন ঃ জামালা দিয়ে তোর কি দরকার?

গাস্ ঃ আরে, বাইরের ভাল দৃশ্য দেখতে পেতাম, বেন। সময় কেটে যেত দেখতে দেখতে। (সারা ঘরে হেটে বেড়ায়) দেখ, এমন এক জায়গায় আছি যে অন্ধকারে ঢাকা, একটা ঘরে ঢুঁকি যেটা আগে কখনো দেখিনি। সারাদিন ঘুমাই, কাজটা করি আর আবার রাত্রে বেরিয়ে পড়ি।

স্বল্প বিরতি

বাইরের দৃশ্য দেখতে পেলে আমার ভাল লাগতো। যে কাজ করি তাতে সুযোগ আর কৈ।

বেন ঃ ছুটির দিনতো পারিস গাস্, নাকি?

গাস্ ঃ পনের দিনে শুধু একবার।

বেন ঃ (খবরের কাগজ নামিয়ে) মাইরা ফেলবা। তোকে দেখে মনে হচ্ছে প্রতিদিন কাজ করিস। সবসময় কাজ পাস্? সপ্তাহে একবার? এতো ঘ্যান ঘ্যান করিস কেন্?

গাস্ ঃ ঠিক, কিন্তু সারাক্ষনই তো তৈরী থাকতে হয়, না? কখনোই বাইরে যেতে পারি না যখন তখন কল্ আসতে পারে বলে।

বেন ঃ জানিস্ তোর সমস্যাটা কিসে?

গাস্ ঃ কিসে?

বেন ঃ শখ্ বলে তোর কি কিছুই নেই।

গাস্ ঃ আরে অনেক শখ আছে।

বেন ঃ কি? একটা শখের কথা বল।

স্বল্প বিরতি

গাস্ ঃ আছে, শখ আছে।

বেন ঃ এদিক তাকা, আমার শখ্ আছে বল?

গাস্ ঃ জানিনা। কি?

বেন ঃ আমার কাঠ দিয়ে বানানো জিনিস আছে। ছোট ছোট মডেল নৌকাগুলো আছে। চুপচাপ পড়ে থাকতে দেখেছিস্ আমাকে? আমি কখনই অলসনা। আমি জানি ভালভাবে কিভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হয়। তারপর যখন ডাক পড়ে, আমি রেডি।

গাস্ ঃ কখনো কি তোমার অসহ্য লাগে না?

বেন ঃ অসহ্য? কিসের জন্য?

নিরবতা।

বেন পড়ে। বিছানা থেকে ঝুলে থাকা জাকেটের পকেটে হাত যায় গাসের।

গাস্ ঃ সিগারেট আছে? আমার গুলো শেষ।

বামে টয়লেট ফ্লাশ এর শব্দ।

এই যে, হল মনে হয়।

গাস্ বিছানায় বসে।

না, মানে বলছিলাম যে, থালা-বাটি গুলো ভালই। আসলেই। খুবই ভাল। কিন্তু এছাড়া আর কিছুই আমার বলার নেই এ জায়গাটা সম্পর্কে। আগেরটার থেকেও এটা বাজে। মনে আছে ওটার কথা? এটা কোথায় ছিল যেন? আর কিছু না থাক, একটা ওয়ারলেস্ ছিল। আসলেই আমাদের একটু আরাম-ব্যারামের ব্যাপারে উনার কোন মাথা ব্যথা নাই।

বেন ঃ এই বকবকান কখন থামাবি?

গাস্ ঃ এই রকম জায়গা বেশী দিন থাকলে বাতে ধরবে।

বেন ঃ আমরা বেশীদিন এখানে থাকবোনা। চা-টা বানাবি, নাকি? যেকোন সময় কাজ করতে হবে।

বিছানার পাশে পড়ে থাকা ছোট একটা ব্যাগ থেকে গাস্ এক প্যাকেট চা বের করে খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এবং উপরে তাকায়।

গাস্ ঃ একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল।

বেন ঃ এখন আবার কি?

গাস্ ঃ আজ ভোরে গাড়িটা থামায়ে দিলা কেন একেবারে রাস্তার মাঝখানে?

বেন ঃ (খবরের কাগজ নামায়ে।) আমি ভাবছিলাম তুই ঘুমাইছিলি।

গাস্ ঃ না আমি ছিলাম, কিন্তু যখন থামালা তখন উঠে গেলাম। তুমি থামায়ছিলে, তাই না?

স্বল্প বিরতি।

রাস্তার মাঝখানে একেবারে তখনো অন্ধকার কাটেনি। খেয়াল নেই? বাইরে তাকালাম। চারিদিক কুয়াশা। ভাবলাম তুমি বোধহয় ঘুমায়তে চাইছিলা। কিন্তু তুমি একেবারে খাড়া বসে থাকলে। যেন কিছুর জন্য অপেক্ষা করতেছো।

বেন ঃ আমি অপেক্ষা করতেছিলাম না।

গাস্ ঃ তাইলে ঘুমায় বোধহয় পড়ছিলাম। কি হইছিল? থামছিলে কেন?

বেন ঃ (খবরের কাগজ তুলতে তুলতে) আমার বেশী আগে রওনা করে ফেলেছিলাম।

গাস্ ঃ বেশী আগে? (উঠে দাঁড়ায়) কি বলছ? আমরাতো কলটা পেলাম, তাই না? তখনই রওনা হবার কথা বললা। আমরা তাই করলাম। ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেলাম। তাইলে কিভাবে বেশী আগে রওনা হলাম?

বেন ঃ (শান্ত কণ্ঠে) কলটা কে ধরছিল, আমি না তুই?

গাস্ ঃ তুমি।

বেন ঃ আমর াবেশী আগেই রওনা দিয়েছি।

গাস্ ঃ কিসের জন্য বেশী আগে?

স্বল্প বিরতি।

তুমি বলতে চাচ্ছো আমরা ঢোকার আগে কারো বেরিয়ে যাবার কথা ছিল? (বিছানার চাদর পরীক্ষা করে।)

বিছানার চাদরটা খুব পরিস্কার মনে হচ্ছিল না। বাজে একটা গন্ধও পেয়েছিলাম। আজ সকালে যখন পৌছলাম, তখন এত ক্লান্ত ছিলাম যে ওসব কিছু খেয়াল করিনি। খেয়াল-খুশী ম কাজ আর কি, তাই না? আমার বিছানার চাদর আমি কখনোই কারো সাথে ভাগাভাগি করি না। বললাম না, সব কিছুই নীচে নেমে যাচ্ছে। এর আগ পর্যন্ত তো পরিস্কার চাদরই পাতানো থাকতো। এটা খেয়াল করেছি।

বেনঃ কিভাবে বুঝলে চাদরগুলো পরিস্কার না?

গাস্ ঃ মানে?

বেন ঃ কিভাবে বুঝলে পরিস্কার না ওগুলো?

গাস্ ঃ মানে?

বেন ঃ কিভাবে বুঝলে ওগুলো পরিস্কার না? সারাদিনই ঐ বিছানায় ছিলে, ছিলেনা?

*গাস্ ঃ বলতে চাচ্ছো ঐ বাজে গন্ধটা আমার কাছ থেকেই হয়েছে? (চাঁদর ঘ্রান নেয়।) হ্যাঁ। (ধীরে বিছানায় বসে।) আমার গন্ধই হবে হয়ত। নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। সমস্যাটা হলো **আমি** আসলে জানিনা আমার গন্ধটা কেমন।*

বেন ঃ (খবরের কাগজকে উদ্দেশ্য করে) ধ্যাত!

গাস্ ঃ বেন এই।

বেন ঃ ধুর!

গাস্ ঃ বেন।

বেন ঃ কি?

গাস্ ঃ কোন শহরে আমরা? ভুলে গেছি।

বেন ঃ বললাম না। বার্মিংহ্যাম।

গাস্ ঃ আচ্ছা।

আগ্রহ ভরে রুমের চারিদিকে তাকায় শহরটাতো মধ্য প্রদেশেই। ব্রিটেনের দ্বিতীয় বৃহৎ শহর। বুঝতেই পারতাম না আমি।

তুড়ি বাজায়

আজতো শুক্রবার, তাই না? কাল হবে শনিবার।

বেন ঃ তো?

গাস্ ঃ (উল্লেসিত) আমরা ভিলা দেখতে যেতে পারি।

বেন ঃ ওরা এখন অন্য কোথাও।

গাস্ ঃ না, ইই? এহহে! কেমন হল!

বেন ঃ যাই হোক, হাতে সময়বেশী নাই। সরাসরি এখানেই ফিরে আসতে হবে আমাদের।

গাস্ ঃ আরে, আমরাতো আগেও করেছি, তাই না? রাত জেগে খেলা দেখেছি, দেখিনি? কিছুটা আরামের জন্য।

বেন ঃ সবকিছু জটিল হয়ে গেছে, বন্ধু। তারা সবকিছুই জটিল করে ফেলেছে।

(গাস্ একা একা হাসে)

গাস্ ঃ ভিলাকে দেখছি একবারই হারতে। কার বিরুদ্ধে খেলছিল? সাদা পোষাকের বিরুদ্ধে। কখনোই ভুলবোনা। তাদের প্রতিপক্ষ একটা, পেনাল্টিতে জিতেছিল। নাটক আর কি। হ্যাঁ, অনেক ঝামেলা হয়েছিল ঐ গোলটাকে নিয়ে। বাক-বিতন্ডা পূর্ণ। যাই হোক, ওরা হেরেছিল দুই-এক গোলে। তুমিতো ছিলে তখন।

বেন ঃ না, ছিলাম না।

গাস্ ঃ হ্যাঁ, তুমি ছিলে। তোমার ঐ পেনাল্টির কথা মনে নেই?

বেন ঃ না।

গাস্ ঃ সে একেবারে কাছাকাছি এসে গেল পড়ে। তখন ওরা বলল যে অভিনয় করছে। অন্য লোকটা ওকে ছুঁয়েছে বলেও মনে হয় না আমার। কিন্তু রেফরি বলটা জায়গামত নিয়ে ফেলল।

বেন ঃ ওকে ছোঁয় নি। কি বলতেছিস? ওতো ধাক্কা মেরে তাকে একদম ফেলে দিল।

গাস্ ঃ না, না, ভিলা না। ভিলা ওরকম খেলা খেলেনা।

বেন ঃ থাম; ওসব আর বলিস না।

স্বল্প বিরতি

গাস্ ঃ নিশ্চই বার্মিংহ্যাম এই ঘটেছিল।

বেন ঃ নিশ্চই কি?

গাস্ ঃ ভিলা, নিশ্চই এখানেই ঘটেছিল ঘটনাটা।

বেন ঃ ওরাতো বাইরে খেলছিল।

গাস্ ঃ কারণ তুমি জান কাদের বিরুদ্ধে খেলছিল ওরা? স্পার্স-রা ছিল। ওটা ছিল টোটেন হ্যাম হটস্পার।

বেন ঃ তো?

গাস্ ঃ আমরা টোটেন হ্যাম এ কখনো কাজ করিনি।

বেন ঃ কিভাবে বুঝলে?

গাস্ ঃ করলে টোটেন হ্যামের কথা মনে থাকতো।

ওকে দেখার জন্য বিছানায় ঘুরে বেন

বেন ঃ আমাকে হাসানোর চেষ্টা করিস না । ঠিক আছে? (বেন পিছনে ফেরে এবং পড়তে থাকে। গাস্ হাই তুলতে তুলতে কথা বলে।)

গাস্ ঃ সে কখন যোগাযোগ করবে?

স্বল্প বিরতি।

আরেকটা ফুটবল খেলা দেখতে পেলে ভালই হত। আমি সবসময়ই ফুটবল প্রেমী ছিলাম। কাল স্পার্স-দেরকে দেখতে গেলে কেমন হয়?

বেন ঃ (নির্বিকারভাবে) ওরা বাইরে কোথাও খেলছে।

গাস্ ঃ কারা?

বেন ঃ স্পার্স-রা।

গাস্ ঃ তাহলেতো এখানে ওরাও খেলতে পারে।

বেন ঃ উল্টা-পাল্টা বলো না।

গাস্ ঃ তারা যদি বাইরে কোথাও খেলতে যায় তাহলে এখানে আসতে পারে। তারা হয়তো ভিলা-র সাথেই খেলছে।

বেন ঃ (নির্বিকার) কিন্তু ভিলা-তো বাইরে কোথাও খেলছে।

স্বল্প বিরতি। ডান পাশের দরজার নিচ দিয়ে একটা খাম ভিতরে আসে। গাস্ দেখে। দাঁড়ায় এবং তাকিয়ে থাকে।

গাস্ ঃ বেন।

বেন ঃ বাইরে। তারা সবাই বাইরে খেলতে গেছে।

গাস্ ঃ বেন, এদিকে দেখ।

বেন ঃ কি?

গাস্ ঃ দেখ।

(বেন ঘাড় ঘোড়ায় এবং খামটা দেখে। দাঁড়ায়)

বেন ঃ কি ওটা?

গাস্ ঃ জানি না।

বেনঃ আসল কোথেকে?

গাস্ ঃ দরজার নীচ দিয়ে?

বেন ঃ তো, কি ওটা?

গাস্ ঃ জানি না আমি।

(তারা তাকিয়ে থাকে ওটার দিকে।)

বেন ঃ তোলো ওটাকে।

গাস্ ঃ মানে?

বেন ঃ ওটাকে ওঠা।

গাস্ ঃ কি বলতে চাচ্ছো ?

বেন ঃ ওটাকে ওঠা !

গাস্ ধীরে ওদিকে তাকায়, সামনে ঝোঁকে এবং ওঠায়।

ওটা কি?

গাস্ ঃ একটা খাম।

বেন ঃ কিছু লেখা আছে ওপরে?

গাস্ ঃ না।

বেন ঃ ওটা কি আটকানো?

গাস্ ঃ হ্যাঁ।

বেন ঃ খোলো ওটাকে।

গাস্ ঃ কি?

বেন ঃ খোলো ওটাকে।

(গাস খাম খেলো এবং ভেতরে তাকায়।)

ভিতরে কি আছে ?

গাস্ ঃ দেশলাই।

বেন ঃ দেশলাই?

গাস্ ঃ হ্যাঁ

বেন ঃ দেখি।

(গাস্ খামটা দে। বেন পরীক্ষা করে।) কিছুই তো লেখা নেই। একটা শব্দও না।

গাস্ ঃ খুব মজার, তাই না ?

বেন ঃ দরজার নীচ দিয়ে আসছে?

গাস্ ঃ তাই হবে।

বেন ঃ আচ্ছা, যাওতো।

গাস্ ঃ কোথায় যাব?

বেন ঃ দরজাটা খোল আর দেখ দরজার বাইরে কাউকে ধরতে পারোস কিনা?

গাস্ ঃ কে, আমি?

বেন ঃ আরে যা!

গাস্ ওকে দেখে, দেশলাই পকেটে রাখে, বিছানার কাছে যায় এবং একটা রিভলবার বের করে বালিশ এর নীচে থেকে। দরজার দিকে আগায়, দরজা খোলে, বাইরে তাকায় এবং দরজা বন্ধ করে।

গাস্ ঃ কেউ নাই।

রিভালবার রাখে পূর্বের জায়গায়।

বেন ঃ কি দেখলি?

গাস্ ঃ কিছু না।

বেন ঃ ওটা কি নিশ্চই অনেক চালু ওরা।

(গাস্ দেশলাই বের করে দেখে)

গাস্ ঃ থাকগে, এগুলো কাজে লাগবে।

বেন ঃ ঠিক।

গাস্ ঃ তাই না?

বেন ঃ হ্যাঁ, সব সময়ই শেষ হয়ে যায় তোর গুলো, তাই না?

গাস্ ঃ সব সময়।

বেন ঃ তাহলেতো ওগুলো কাজে লাগবে।

গাস্ ঃ ঠিক।

বেন ঃ তাই না?

গাস্ ঃ হ্যাঁ, আমি এগুলো দিয়ে চালাতে পারব। এগুলো দিয়ে ভালই চলবে।

বেন ঃ চালাতে পারবে, হুম?

গাস্ ঃ পারব।

বেন ঃ কেন?

গাস্ ঃ আমাদের গুলোতো শেষ।

বেন ঃ যাহোক, এখনতো কতগুলো পেলি, তাই না?

গাস্ ঃ কেটলিটা এখন জ্বালাতে পারব।

বেন ঃ তুইতো সব সময় দেশলাই ধার করিস। ওখানে আছে কতগুলো?

গাস্ ঃ এক ডজন হবে প্রায়।

বেন ঃ হারাবিনা। ও লাল রঙ্গ। বাক্স-এর দরকারও নাই।

(গাস্ একটা দেশলাই কানে ঢোকায়।) বেন হাতে থাবড় দেয়,ওগুলো হারাবে না। যা ওটা জ্বালা।

গাস্ ঃ এ্যা ?

বেন ঃ যা ওটা জ্বালা।

গাস্ ঃ কি জ্বালাবো?

বেন ঃ কেটলি।

গাস্ ঃ তুমি গ্যাস জ্বালানোর কথা বলছ।

বেন ঃ কে বলছে?

গাস্ ঃ তুমি

বেন ঃ (চোখ ছোট করে) গ্যাস জ্বালানোর কথা বলছি মানে কি বলতে চাচ্ছিস?

গাস্ ঃ তুমিতে ওটাই বলেছ, তাই না? গ্যাস এর কথা।

বেন ঃ (কড়া সুরে) যদি আমি বলি যা চুলাটা জ্বালা, তার মানে হল যা চুলাটা জ্বালা।

গাস্ ঃ একটা কেটলি কিভাবে জ্বালানো যায়?

বেন ঃ এটা ভাষার একটা বুলি। কেটলি জ্বালা। এটা একটা বুলি।

গাস্ ঃ আমি কখনো শুনিনি।

বেন ঃ কেটলি জ্বালা। এতো সবাই জানে।

গাস্ ঃ আমার মনে হচ্ছে তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে।

বেন ঃ (রাগান্বিত হয়ে) কি বলতে চাচ্ছিস?

গাস্ ঃ সবাই বলে, কেটলিটা চড়াও।

বেন ঃ (প্রচন্ড কড়া সরে) কে বলে?

ঘন বড় শ্বাষনিতে নিতে দুজনে দু'জনকে দেখে।

(খুব সাদামাটা করে) আমি আমার সারা জীবনে কখনো শুনিনি কেউ বলে, কেটলিটা চড়াও।

গাস্ ঃ আমার মা বলত আমি নিশ্চিত।

বেন ঃ তোর মা? কখন শেষবার দেখা হয়েছে তার সাথে?

গাস্ ঃ ভুলে গেছি, মনে হয়।

বেন ঃ মা-কে নিয়ে কথা বলছিস কিসের জন্য?

গাস্ ঃ আমি অকারন কিছু বলতে চাই না। আমি কিছু মূলকথা বলতে চাই তোকে।

দু'জনে তাকিয়ে থাকে।

গাস্ ঃ ঠিক আছে, কিন্তু

বেন ঃ বড় কে এখানে, তুই না আমি?

গাস্ ঃ তুমি।

বেন ঃ তোমার ভালই চাই আমি গাস্। শেখার এখনো সময় আছে বন্ধু।

গাস্ ঃ হ্যাঁ, কিন্তু আমি কখনো শুনিনি

বেন ঃ (ভারী স্বরে) কেউই বলে না। গ্যাস্ জ্বালাও। গ্যাস্।

গাস্ ঃ গ্যাস আবার কি?

বেন ঃ (লম্বা দু হাতে ওর গলা চেপে ধরে) বলদ, ওটা কেটলি!

গাস্ তার গলা থেকে হাতগুলো সরায়।

গাস্ ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে।

স্বল্প বিরতি।

বেন ঃ তাহলে, দেরী করছ কেন?

গাস্ ঃ দেখি জ্বলে কিনা।

বেন ঃ কি?

গাস্ ঃ দেশলাই।

চ্যাপ্টা দেশলাই বাক্সটা বের করে এবং জ্বালানোর চেষ্টা করে।

না

(বাক্সটা বিছানার নিচে ছুড়ে মারে। বেন ওর দিকে তাকায়। গাস্ পা উঁচু করে।)

এখানে চেষ্টা করব?

(বেন তাকিয়ে থাকে। একটা দেশলাই কাঠি জুতায় ঘষে। ওটা জ্বলে ওঠে)

এইতো জ্বলে।

বেন ঃ (সন্দেহে) শালা কেটলিটা চড়া, খোদার দোহাই।

বেন বিছানার কাছে যায় কিন্তু, কি বলে ফেলেছে তা বুঝতে পেরে থামে এবং অল্প ঘুরে দাঁড়ায়। দু'জন দু'জনকে দেখে। গাস্ ধীরে পায়ে বাম দিকে দিয়ে বেরিয়ে যায়। বেন শক্ত হাতে ছুড়ে মারে পেপার বিছানার উপর এবং মাথায় হাত দিয়ে বসে পরে।)

গাস্ ঃ (ফিরে আসতে আসতে) ওটা চলছে।

বেন ঃ কি?

গাস্ ঃ চুলাটা।

গাস্ বিছানায় বসে।

ভাবছি আজ রাতে কে হতে পারে।

স্বল্প নিরবতা।

আমি ভাবছিলাম তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করব।

বেন ঃ (বিছানায় পা তুলে দিয়ে) আহ, খোদার দোহাই।

গাস্ ঃ না, মানে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম।

সে উঠে দাঁড়ায় এবং বেন এর বিছানায় বসে।

বেন + আমার বিছানায় বসলি কেন?

গাস্ বসে পড়ে।

তোর হয়েছে কি? একবার এটা জিজ্ঞেস করিস, আরেকবার ওটা। তোর ভুলটা কি?

গাস্ ঃ কিছুনা।

বেন ঃ কখনোই তো এত এত প্রশ্ন করসিনা। কি হয়েছে তোর?

গাস্ ঃ না, এ্ চিন্তা করছিলাম আর কি?

বেন ঃ চিন্তা করা ছেড়ে দে। হাতে কাজ আছে। ওটা কর আর চুপচাপ পড়ে থাক।

গাস্ ঃ ওটা নিয়েইতো চিন্তা করছিলাম।

বেন ঃ কি নিয়ে?

গাস্ ঃ কাজটা।

বেন ঃ কোন কাজটা?

গাস্ ঃ (থেমে থেমে) আমার মনে হচ্ছিল তুমি কিছু জানবে হয়তো।

বেন ওর দিকে তাকায়।)

আমার মনে হচ্ছিল তুমি হয়তো মানে তুমি কি জানো কিছু আজ রাতি কে হতে যাচ্ছে?

বেন ঃ কে কি হতে যাচ্ছে?

(দু'জন দু'জনকে দেখে।)

গাস্ ঃ (সময় নিয়ে) কে হতে যাচ্ছে।

নিরবতা

বেনঃ তুইকি সুস্থ আছিস?

গাস্ ঃ অবশ্যই।

বেন ঃ যা চা বানা।

গাস্ ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই।

(গাস্ বাম দিকে বেরিয়ে যায়। বেন, গাস্ এর চলে যাওয়া দেখে। সে তার নিজের রিভলবার বালিশের নীচ থেকে বের করে এবং বারুদ পরীক্ষা করে। গাস্ ফিরে আসে।)

গ্যাস চলে গেছে।

বেন ঃ হ্যাঁ, কি হয়েছে?

গাস্ ঃ মিটার আছে একটা।

বেন ঃ আমার কাছে টাকা নাই।

গাস্ ঃ আমার কাছেও নাই।

বেন ঃ তোকে দেরী করতে হবে।

গাস্ ঃ কিসের জন্য?

বেন ঃ উইলসনের জন্য।

গাস্ ঃ সে নাও আসতে পারে। সে বরজোর বার্তা পাঠাতে পারে। সেতো সব সময় আসে না।

বেন ঃ তাহলে ওটা ছাড়াই তোকে চালাতে হবে, তাই না?

গাস্ ঃ খাইছে ।

বেন ঃ তার পর এক কাপ চা খাবো। কি হল তোর?

গাস্ ঃ আগে এক কাপ খাওয়ার ইচ্ছা আমার। (আলোর দিকে রিভলবার ধরে ওটাকে মোছা-মুছি করে বেন।)

বেন ঃ যাই হোক তোর তৈরি হওয়া উচিৎ।

গাস্ ঃ দেখ, আমার জন্য খরবটা একটু বেশী হয়ে যাবে।

(এক প্যাকেট চা পাতি বিছনা থেকে ওঠায় এবং একটা ব্যাগ-এ ছুড়ে মারে।) কাছে একটা টাকা থাকলে ভালই হবে। যদি ও আসে। ওরতো থাকা উচিৎ। যত যাই হোক, এটাতো ওরই বাসা। হয়ত দেখে থাকবে এক কাপ চা -এর জন্য যথেষ্ট গ্যাস ওখানে আছে।

বেন ঃ এটা ওর বাসা, মানে কি?

গাস্ ঃ ওর বাসা না?

বেন ঃ হয়ত ভাড়া করেছে। ওর বাসা হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

গাস্ ঃ আমি জানি এটা ওরই বাসা। বাজি ধরে বলব, পুরা বাড়িটাই ওর। একটু গ্যাস ও রেখে দেয় না এখন।

গাস্ বিছানায় বসে।

এটা ওরই বাসা। অন্য বাসা গুলো দেখ। একটা ঠিকানায় যাও। একটা চাবি পাবে, একটা টিপট পাবে। কিন্তু কোন একটা প্রাণী খুঁজে পাবে না। (সে থামে।) কেউই কিছু শোনে না কখনো, এটা খেয়াল করেছ? কখনোই কোন রকম অভিযোগ আসে না, আসে? যেমন ধর, অনেক শব্দ হচ্ছে বা এরকম কিছু। কাউকে দেখোনা কখনো, দেখো?- যে লোকটা আসে, ও ছাড়া। খেয়াল করো এগুলো কখনো? দেয়াল গুলো দিয়ে শব্দ যায় না হয়ত। (বিছানার উপরের দিকে দেয়ালে হাত

দেয়।) বোঝা যাচ্ছে না। অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নাই, আছে? মোটামুটি সব সময়ই নিজে আসার জন্য কোন তাড়া নেই বেটা উইল্‌সন।

বেন ঃ আসবে কেন সে? ব্যস্ত লোক।

গাস্ ঃ (চিন্তা মগ্ন ধরে) উইলসনের কাছে দেয় কথা বলা সহজ না। জানো এটা, বেন?

বেন ঃ তুই থামবি, নাকি?

স্বল্প বিরতি।

গাস্ ঃ ওর কাছে অনেক কিছু জানার আছে। কিন্ত যখন তাকে দেখি, কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারিনা।

স্বল্প বিরতি।

চিন্তা করছিলাম শেষ টাকে নিয়ে।

বেন ঃ শেষ কি?

গাস্ ঃ ঐ মেয়েটা।

(বেন পেপার ওঠায় এবং পড়ে।)

উঠে বেনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে।) কতবার ঐ পেপারটা পড়লে?

বেন শক্ত হাতে পেপার ছুড়ে মেরে দাঁড়ায়।

বেন ঃ (রাগান্বিত) কি বলতে চাচ্ছিস্)

গাস্ ঃ শুধু বলছিলাম কতবার আপনি

বেন ঃ আমাকে খোঁচা মারছিস?

গাস্ ঃ না, আমি শুধু

বেন ঃ একবারে কানের উপর চড় খাবি, যদি উল্টা পাল্টা করিস।

গাস্ ঃ বেন, দেখেন, ব্যাপারটা।

বেন ঃ আমি কিছুই দেখবো না! (রুমকে উদ্দেশ্য করে।) কতবার আমি!

গাস্ ঃ আমি ওরকম কিছু বলিনি।

বেন ঃ অভ্যস্ত হয়ে যা, বন্ধু। পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে যা।

(বেন বিছানায় ফেরে।)

গাস্ ঃ আমি শুধু ঐ মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা করছিলাম। আর কিছুইনা।

(গাস্ নিজের বিছানায় বসে।)

দেখতে অতো ভাল কিছু না। কিন্তু তার পরও। একেবারে ঝামেলা হয়ে গেল তাই না? বিরাট ঝামেলা। এরকম আর কোন ঝামেলার কথা মনে পড়ে না। ওরা একেবারে ছেলে মেয়ে কারোর সাথে মিশতে পারে না। মেয়েরা। নরম, ভঙ্গুর। ওগুলোকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়নি সে? অর্ধেক না। বাপরে। কিন্তু তোমাকে কিছু জিজ্ঞাস করার ছিল।

(বেন উঠে বসে এবং চোখ ডলে।)

আমরা চলে যাওয়ার পর কে পরিস্কার করবে, খুব জানতে ইচ্ছে করছে। ধোয়া মোছার কাজটা কে করে? হয়তো কেউই করে না। হয়তো ওভাবেই ফেলে রাখে ওদের হ্যাঁ? কি মনে হয় তোমার? আমরা কতগুলো করলাম? খাইছে, আমি হিসাবেই করতে পারব না। আমরা বলে যাবার পর ওরা কিছুই যদি পরিস্কার না করে তাহলে হবে কেমন।

বেন ঃ (সহানুভূতির স্বরে) আরে ছাগল। তোর মনে হয় এই দলের একমাত্র শাখা আমরাই? একটু বুদ্ধি ধার কর। তাদের সবকিছুই ডিপার্টমেন্ট অনুসারে ভাগ করা।

গাস্ ঃ পরিস্কার করার কাজ করে যারা, ওরাও?

বেন ঃ গাঁধা!

গাস্ ঃ না মানে, ঐ মেয়েটাই চিন্তাটা শুরু করিয়ে দিল। দেয়ালের মাঝে ফাঁপা অংশের ভিতরে খড়-খড় শব্দে কিছু নামছে। তারা দু'জনেই রিভলবার বের করে, লাফিয়ে ওঠে এবঙ দেয়ালের দিকে মুখ করে দাড়ায়। শব্দ থেমে যায়। নিরবতা। দু'জনেই রিভলবার বের করে, লাফিয়ে ওঠে এবং দেয়ালের দিকে মুখ করে দাড়ায়। শব্দ থেমে যায়। নিরবতা। দু'জনে চোখাচোখি করে। বেন কড়া ইশাড়ায় দেয়ালটিকে দেখায়। গাস্ ধীরে দেয়ালের দিকে আগায়। রিভলবার দিয়ে খোঁচা মারে। ভিতরটা ফাকা। বেন বিছানার শেষ মাথায় যায় বন্দুক গুলি ছুড়তে প্রস্তুত। গাস্ রিভলবার রাখে বিছানায় এবঙ ফাঁকা অংশের মাঝ বরাবর নীচে চাপড় দেয়। সে একটা হাতর বিশেষ খুঁজে পায়, যা টেনে মুখটা খোলে। সার্ভিং হ্যাচ্ এর ভিতর পাওয়া যায় একটা "ডাম্ব ওয়েইটার"- একটা বাক্স যা আটকানো কপিকলের সাথে। গাস্ বাক্সের ভিতর তাকায়। এক টুকরো কাগজ বের করে নিয়ে আসে।

বেন ঃ কি ওটা?

গাস্ ঃ তুমি নিজেই দেখ।

বেন ঃ পড় ওটা।

গাস্ ঃ (পড়ছে) দু'টুকরো সেদ্ধ মাংস এবং চিপস। দু'টুকরো পুডিং। দু'কাপ চা চিনি ছাড়া।

বেন ঃ দেখি আসি। (কাগজটা নেয়।)

গাস্ ঃ (নিজেকেই বলে)। দু'কাপ চা চিনি ছাড়া।

বেন ঃ হুম।

গাস্ ঃ তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর?

বেন ঃ আ-

(বাক্সটা উপরে চলে যায়। বেন রিভলবার নামিয়ে ফেলে।)

গাস্ ঃ আমাদের একটু সময় দিক। মনে হয় ওরা খুব ব্যস্ত, তাই না? (বেন চিরকুটটা আবার পড়ে। গাস্ কাধের উপর থেকে তাকায়।) ব্যাপারটা একটু হাস্যকর, তাই না ?

বেন ঃ (দ্রুত) না। এটা হাস্যকর না। মনে হয়, এখানে আগে একটা ক্যাফে ছিল, আর কিছুই না। উপরের তলায়। এই সব জায়গায় খুব তাড়াতাড়িই মালিকানা বদলে যায়।

গাস্ ঃ একটা ক্যাফে?

বেন ঃ হ্যাঁ।

গাস্ ঃ তার মানে, নিচের এই ঘরটা ছিল রান্না ঘর?

বেন ঃ হ্যাঁ, রাতারাতি এসব জায়গা হাত-বদল হয়ে যায়। ধার-দেনা শোধ করতে জায়গাটাই বিক্রি করা। ব্যবসা চালাতে চালাতে যখন দেখা যায় আর ভাল কিছু হবে না, ব্যাস বিক্রি।

গাস্ ঃ তুমি বলছ, যে লোকগুলো ক্যাফেটা চালাতো তারা এটাকে লাভজনক না পেয়েই ছেড়ে চলে গেছে?

বেন ঃ তাহলে নিশ্চিত।

গাস্ ঃ তালে, এটা এখন কার ?

নিরবতা।

বেন ঃ কি বলছ, এটা এখন কার ?

গাস্ ঃ এটা এখন কার? যদি তারা ছেড়ে যেয়ে থাকে, কারা এসেছে?

বেন ঃ আসলে, পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করে

(বাক্সটা খড়-খড় এবং ধপাস্ শব্দে নড়ে ওঠে। বন্দুক তুলে ধরে বেন। গাস্ বাক্সের-এর কাছে যায় এবং এক টুকরা কাগজ বের করে।)

গাস্ ঃ (পড়ছে) স্যুপ অব্ দ্যা ডে। কলিজা আর পেঁয়াজ। ফলের তৈরী মিষ্টি পিঠা।

স্বল্প বিরতি। (গাস্ বেনের দিকে তাকায়। বেন চিরকুটা টানে এবং পড়ে। সে ধীরে হ্যাচের দিকে এগিয়ে যায়। গাস্ পিছু পিছু যায়। বেন শুধু হ্যাচ এর ভিতরে দেখে। উপরে না। বেন এর কাঁধে হাত রাখে গাস্॥ বেন হটিয়ে দেয়। গাস্ আঙ্গুলগুলো মুখের ভিতর রাখে। সে হ্যাচের উপর ঝোঁকে এবং তাড়াতাড়ি উপরে তাকায়। বেন ভয় পেয়ে গাসকে টেনে সরিয়ে নিয়ে আসে। বেন চিরকুটটা দেখে, রিভলভার বিছানায় ছুড়ে মারে এবং নিশ্চিত ভাবে কথা বলে।

বেন ঃ কিছু পাঠাইয়া দিলেই ভাল হবে।

গাস্ ঃ মানে?

বেন ঃ কিছু পাঠাইয়া দিলেই ভাল হবে।

গাস্ ঃ ও আচ্ছা। হ্যাঁ। হয়ত ঠিকই বলেছ।

(সিদ্ধান্তে তাদের দু'জনকেই দুশ্চিন্তাহীন দেখায়।)

বেন ঃ (উদ্দেশ্যমূলকভাবে) তাড়াতাড়ি। তোর ব্যাগে কি কি আছে?

গাস্ ঃ তেমন কিছুই না।

(গাস্ হ্যাচের ওখানে যায় এবং ওটাকে বন্ধ করে।) দেখি, দাঁড়াও।

বেন ঃ ওটা করিস না।

(গাস্ ব্যাগের ভিতরটা পরীক্ষা করে এবং এক এক করে বের করে।)

গাস্ ঃ বিসকিট। চকলেট। আধা কেজি দুধ।

বেন ঃ শুধু এগুলোই?

গাস্ ঃ এক প্যাকেট চা-পাতি।

বেন ঃ ভাল।

গাস্ ঃ আমরা চা পাঠাতে পারিনা। ঐটুকু চা-ই আছে আমাদের কাছে।

বেন ঃ আহ, কোন গ্যাস নাই। ওটা দিয়ে কিছুই করতে পারবি না, পারবি?

গাস্ ঃ হয়ত কিছু পয়সা পাঠাতে পাবে ওরা।

বেন ঃ আর কি আছে?

গাস্ ঃ(হাতড়ে)একটা একলেস কেক।

বেন ঃ একটা একলেস কেক?

গাস্ ঃ হ্যাঁ।

বেন ঃ তুইতো আবারও বলিস নি তোর কাছে একটা একলেস কেক আছে?

গাস্ ঃ বলিনি?

বেন ঃ আমার জন্য একটাও আনিস নি?

গাস্ ঃ আমি ভাবিনি তুমি এভাবে মনে ধরে নিবে।

বেন ঃ যাহোক। একটা একলেস কেক উপরে পাঠানো যাবে না।

গাস্ ঃ কেন ?

বেন ঃ ঐ প্লেট-গুলো থেকে একটা আন।

গাস্ ঃ ওই, বেন।

বেন ঃ কি?

গাস্ ঃ কি হচ্ছে এখানে?

নীরবতা

বেন ঃ মানে কি?

গাস্ ঃ এটা ক্যাফে হয় কিভাবে?

বেন ঃ এটা ক্যাফে ছিল।

গাস্ ঃ গ্যাসের চুলাটা দেখেছ?

বেন ঃ কি হয়েছে ওটার?

গাস্ ঃ ওটায় মাত্র তিনটা রং।

বেন ঃ তো?

গাস্ ঃ এরকম একটা ব্যস্ত জায়গার জন্য তিন রিং এর চুলায় খুব বেশী কিছু রান্না করা যায় না।

বেন ঃ (বিরক্ত হয়ে) এই জন্যই সার্ভিসটা আস্তে চলে।

বেন ওয়েষ্টকোট টা পরে।

গাস্ ঃ ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যখন থাকি না তখন কি হয়? তখন এরা কি করে? খাবারের সব অর্ডার নেমে আসছে। আর কিছুই উপরে যাচ্ছে না। কেমন হয় ব্যাপারটা? বছর বছর এভাবেই চলতে থাকেব।

বেন তার জ্যাকেটটা পরিস্কার করে।

আমরা চলে যাবার পর কি হয়?

(বেন তার জ্যাকেটটা পরে।)

নিশ্চই ব্যবসা ভাল চলে না।

(বাক্স-টা নেমে আসে। দু'জন ঘুরে দাঁড়ায়। গাস্ হাচ্- এর কাছে যয় এবং একটা চিরকুট নিয়ে আসে।)

গাস্ ঃ (পড়ে) ম্যাকারনি পাস্তিতসিও। অরমিথা ম্যাকারৌনদা।

বেন ঃ ওটা কি ?

গ্যাস ঃ ম্যাকারনি পাসতিতসিও। অর মিথা ম্যাকারৌনাদা।

বেন ঃ গ্রীসের খাবার-দাবার।

গাস্ ঃ না।

বেন ঃ ঠিক।

গাস্ ঃ উচ্চবিত্তের ব্যাপার-স্যাপার।

বেন ঃ এটা চলে যাবার আগে তাড়াতাড়ি।

(গাস্ বাক্স-এর ভিতর প্লেট টা রাখে।)

গাস্ ঃ (হ্যাচ এর ভিতরে মুখ দিয়ে) তিনটা মঅক-ভিটিও এবং প্রাইস ! একটা লিয়নস রেড লেবেল! একটা স্মিথ্য ক্রিস্পয়া! একটা একলেস কেক! একটা ফ্রুট! এবং নাট!

বেন ঃ ক্যাডবেরী-র।

গাস্ ঃ (হ্যাচ এর ভিতর) ক্যাডবেরী'র !

বেনঃ (দুধ হাতে) এক বোতল দুধ।

গাস্ঃ (হ্যাচের উপর) এক বোতল দুধ! অর্ধেক! সে বোতলের গায়ে লেখা দেখল)

এক্সপ্রেস ডেইরী! (সে বাক্সতে বোতলটি রাখল)

(বাক্সটা উপরে গেল)

এই মাত্র করলাম।

বেনঃ তোর এরকম চিৎকার করা উচিৎ না।

গাস্ঃ কেন না?

বেনঃ এটা ঠিক না।

(বেন তার বিছানয় গেল)

আহ্, যদিও ওটা সময়ের সাথে ঠিক আছে।

গাস্ ঃ তুমি তাই মনে কর ?

বেনঃ জামা পরে ফেল, করবে কি ? এটা যেকোন সময়ে হতে পারে।

(গাস্ ওয়েষ্টকোট পরল । বেন নিচে শুয়ে ছাদ দেখছে।)

গাস্ ঃ এটাও একটা জায়গা বটে। না আছে চা, না আছে বিস্কুট।

বেনঃ খাদ্যাভ্যাস তোকে অলস বানায়ছে বন্ধু। তুই অলস হয়ে যাচ্ছিস, তুই জানিস সেটা? তুই তোর কাজে অমনোযোগী হতে চাস না।

গাস্ ঃ কে, আমি?

বেন ঃ অমনোযোগী, বন্ধু অমনোযোগী।

গাস্ ঃ কে, আমি অমনোযোগী?

গাস্ চিরকুট্টা নিয়ে আসে।

(চিরকুট্টা-পড়ে।) একটা বাম্বু শুটস, ওয়াটার বেসনাট, এবং চিকেন। একটা চ্যার শ্যু আর বিন স্প্রাউটস।

বেন ঃ বিন স্প্রাউটস?

গাস্ ঃ হ্যাঁ।

বেন ঃ শালারা।

গাস্ ঃ কোথা থেকে শুরু করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

(সে বাক্স-টা দেখে। চা-এর প্যাকেট টা ভিতরে পড়ে আছে। এটা ওঠায়।)

ওরা চা ফেরত পাঠায়ছে।

বেন ঃ (চিন্তিত) এটা করল কেন?

গাস্ ঃ চা খাবার সময় হয়নি হয়ত।

(বাক্সটা উপরে যায়।) (নিরাবতা)

বেন ঃ বিছানার পর চা-এর প্যাকেট-টা ছুড়ে মারে এবং ব্যাস্ততার সাথে বলে) শোন। মনে হয় ওদের বলা উচিৎ।

গাস্ ঃ কি বলবে ওদের?

বেন ঃ বলব যে আমরা ওগুলো পারি না, আমাদের কাছে ওগুলো নেই।

গাস্ ঃ আচ্ছা ঠিক আছে।

বেন ঃ তোর পেন্সিলটা দে। আমরা কিছু লিখে পাঠাবো।

(গাস্, পেন্সিলের জন্য ঘুরে দাঁড়াতে, স্পিকিং-টিউব টা আবিস্কার করে যেটা তার বিছানার কাছে হ্যাচের ডান পার্শ্বের দেয়াল থেকে ঝুলে আছে।)

গাস্ ঃ এটা কি?

বেন ঃ কোন্টা?

গাস্ ঃ এটা।

বেন ঃ (পরীক্ষা করে) এটা? এটা কথা বলার একটা পাইপ্।

গাস্ ঃ ওটা ওখানে কখন থেকে?

বেন ঃ কাজের জিনিস। আগেই ওটাকে ব্যবহার করা উচিৎ ছিল। ওর ভিতর চিৎকার চেচামেচী না করলেই হতো।

গাস্ ঃ অবাক কান্ড। এটাকে আগে দেখিনি।

বেন ঃ যাই হোক, চল।

গাস্ ঃ কি করতেছ?

বেন ঃ দেখেছ ওটা? ওটা একটা বাঁশি।

গাস্ ঃ কি এটা?

বেন ঃ হ্যাঁ, ওটাকে বের কর। টান দে।

(গাস্ তাই করে।)

এইতো।

গাস্ ঃ এখন আমরা কি করব?

বেন ঃ ফুঁ দে।

গাস্ ঃ ফুঁ?

বেন ঃ ফুঁ দিলে পর শব্দটা উপরে চলে যায়। তখন ওরা বুঝবে তুই কিছু বলতে চাস। ফুঁ দে।

(গাস্ ফুঁ দেয়।) নিরবতা।

গাস্ ঃ (টিউব মুখে দিয়ে) কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

বেন ঃ এখন তুই বল! এটার ভিতর!

(গাস্ বেন কে দেখে এবং টিউবের ভিতর বলে।)

গাস্ ঃ রান্না ঘরে কিছুই নাই!

বেন ঃ আমার কাছে দে!

(সে টিউবটা ছিনিয়ে নেয় এবং মুখে দেয়।)

(খুব বেশী সম্মান ও নম্রতার সুরে) শুভ সন্ধ্যা। আমি খুবই দুঃখিত আপনাকে বিরক্ত করার জন্য: কিন্তু দেখেন, ভাবলাম আপনাকে জানানো দরকার যে আমাদের কাছে আর কিছুই অবশীষ্ট নাই। যা ছিল সবই পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাদের কাছে আর কোন খাবার অবশীষ্ট নাই।

(যে ধীরে ধীরে টিউব-টা কানের কাছে আনে।)

কি বলছেন?

(মুখে দিয়ে!)

কি বলছেন?

(কানে দেয়! শোনে। মুখে দিয়ে।)

জিনা, যা ছিল সব পাঠিয়েছি।

(কানে দেয়। শোনে। মুখে দিয়ে।)ওহ, আমি খুবই দুঃখীত ওটা জেনে।

(কানে দেয়। শোনে। গাস্-কে বলে।)

একলেস কেক-টা বাসী ছিল।

(সে শোনে। গাস্ কে বলে।)

চকলেট গলে গিয়েছিল।

(সে শোনে। গাস্ কে বলে)

দুধ টক্ হয়ে ছিল।

গাস্ ঃ ক্রিস্প- গুলো?

বেন ঃ (শুনছে) বিসকিট গুলো দলা পাকানো ছিল।

(গাস্ এর দিকে চোখ পাকায় টিউব মুখে দিয়ে।)

জি, আমরা প্রচন্ড দুঃখীত ঐ ব্যাপারে।

(টিউব কানে।)

জি?

(মুখে দেয়।)

জি?

(কানে দেয়।)

জি, জি।

(মুখে দেয়।)

জি, জি। অবশ্যই। জি এখনই।

(কানে দেয়। শব্দটা কমে গেছে। টিউব-টা ঝুলিয়ে রাখে।)

(উৎসাহের সাথে) শুনছ কি বলল?

গাস্ ঃ কী?

বেন ঃ জানিস সে কি বলল? জান ইন কি বললেন? কেটলীটা জ্বালাতে। কেটলীটা চড়াও বলে নি!

গ্যাস্ টা জ্বালাত বলে নি! শুধু বললেন, কেটলীটা জ্বালাও।

গাস্ ঃ কেটলী কিভাবে জ্বালাবো?

বেন ঃ মানে?

গাস্ ঃ গ্যাস নাই।

বেন ঃ (মাথা চাপড়ে)এখন কি করি?

গাস্ ঃ আমাদেরকে কেটলী জ্বালানো কথা বলছে কেন ?

বেন ঃ চা-এর জন্য। এক কাপ চা চাইল।

গাস্ ঃ সে চাইল এক কাপ চা! আমরা কি হবে ? সারাটা সময় ধরেইতো এক কাপচা চেয়ে আসছি।

বেন ঃ (হতাশ হয়ে) এখন আমরা কি করি?

গাস্ ঃ কি পান করি আমরা?

(বেন বিছানায় বসে তাকিয়ে থাকে।)

কি হবে আমাদের?

(বেন বসে থাকে।)

আমার গলা শুকিয়ে আসছে। পেটে কিছু নেই একেবারেই। আর ও চায় এক কাপ চা !

(বুকের উপর মাথা ঝুকিয়ে দেয় বেন) খাবার-দাবার কিছু একটা পেলে ভালই হত আমার। তোমার কি অবস্থা? দেখে মনে হচ্ছে তোমার কিছু দরকার।

(গাস্ নিজের বিছানায় বসে।)

আমরা পাঠালাম সব আর উনি আরো চায়। দেখ, একটা বিড়ালকে হাসানোর জন্য এটাই যথেষ্ট। কেন যে তুমি সব দিয়ে দিলে? (চিন্তামগ্ন) কেন দিয়ে দিলাম আমি?

(একটু থেমে।)

কে জানে উপরে কত কি আছে ওর কাছে? এক বাটি সালাদ ও আছে হয়ত। নিশ্চই কিছু আছে। এখান থেকে নিশ্চই অনেক কিছু পেতে পারে না ওরা। খেয়াল করেছ। ওরা সালাদ কিন্তু একবারও চায় নি? নিশ্চই এক বাটি সালাদ আছে উপরে। জমানো মাংস, সবজি আর খিরাই। আর রোল মপস।

(একটু থেমে।)

সিদ্ধ সিদ্ধ ডিম।

(একটু থেমে।)

সব কিছু। এক ঝুড়ি বিয়ার ও আছে হয়ত। এক বোতল বিয়ারের সাথে হয়ত আমার ক্রিস্প গুলো খাচ্ছে। ক্রিস্প-গুলোর কোন কথা তাকে বলতে হয় নি, তাই না? ক্রিস্পগুলো সব-সময়ই ভাল; ওগুলো নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই তুমি কি ভাব ওরা উপরে বসে বসে নীচ থেকে জিনিস পাবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে? কোন লাভ নেই তাতে।

(একটু থেমে)

ওগুলো ভালই আছে।

(একটু থেমে)

আবার এক কাপ চা চায়।

(একটু থেমে)

ব্যাপারটা মোটেও মজার নাই আর।

(সে কাঁধের উপর দিয়ে বেনকে দেখে, দাঁড়ায় এবং ওর কাছে যায়।)

হয়েছে কি তোমার? তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে না। একটা এস পিরিন পেলে আমারও ভাল হত।

(বেন সোজা হয়ে বসে।)

বেন ঃ (নীচু স্বরে) সময় হয়ে গেছে লাগছে।

গাস্ ঃ জানি, খালি পেটে কাজটা করতে ভাল লাগে না।

বেন ঃ (ক্লান্তভাবে) একটু চুপ কর। তোকে ইন্সট্রাকশন গুলো দিতে হবে।

গাস্ ঃ কিসের জন্য? আমরাতো সব সময়ই একই ভাবে করি, তাই না?

বেন ঃ ইন্সট্রাকশন গুলো দিতে দাও।

(গাস্ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে এবং বিছানায় বেন এর পাশে বসে। ইন্সট্রাকশন গুলো বারবার দেওয়া হয় যান্ত্রিক ভাবে।)

যখন কলটা আসবে, তুই দাঁড়াবি দরজার পেছনে।

গাস্ ঃ দাড়াবো দরজার পিছনে।

বেন ঃ যদি একবার কড়া নাড়ে, তুই দরজা খুলবিনা।

গাস্ ঃ যদি একবার কড়া নাড়ে, আমি দরজা খুলবো না।

বেন ঃ কিন্তু দরজায় কেউই কড়া নাড়েবে না।

গাস্ ঃ তাহলে আমি দরজা খুলবো না।

বেন ঃ যখন লোকটা ভিতরে ঢুকবে।

গাস্ ঃ যখন লোকটা ভিতরে ঢুকবে।

বেন ঃ সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দিবি।

গাস্ ঃ সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দেব।

বেন ঃ তোর উপস্থিতি জানতে না দিয়ে।

গাস্ ঃ আমার উপস্থিতি জানতে না দিয়ে

বেন ঃ সে আমাকে দেখবে, এবং আমার দিকে আসবে।

গাস্ ঃ সে তোমাকে দেখবে এবং তোমার দিতে যাবে।

বেন ঃ সে তোকে দেখবে না।

গাস্ ঃ (অমনোযোগী) মানে?

বেন ঃ সে তোকে দেখতে পাবে না।

গাস্ ঃ সে আমাকে দেখতে পাবে না।

বেন ঃ কিন্তু আমাকে দেখবে।

গাস্ ঃ তোমাকে দেখবে।

বেন ঃ সে জানবেনা তুই ওখানে আছিস।

গাস্ ঃ সে জানবে না তুমি ওখানে আছ।

বেন ঃ সে জানবে না তুমি ওখানে আছ।

গাস্ ঃ সে জানবে না আমি ওখানে আছি।

বেন ঃ আমি বন্দুক-টা বের করব।

গাস্ ঃ তুমি বন্দুক-টা বের করবে।

বেন ঃ সে হাটতে হাটতে থেমে যাবে।

গাস্ ঃ সে হাটতে হাটতে থেমে যাবে।

বেন ঃ যদি সে ঘুরে দাঁড়ায়–

গাস্ ঃ যদি সে ঘুরে দাঁড়ায়–

বেন ঃ তোকে দেখবে।

গাস্ ঃ আমাকে দেখবে।

(বেন ভ্রু কোচকায় এবং কপালে হাত দেয়।)

তুমি একটা জিনিস ভুলে গেছ।

বেন ঃ জানি আমি। কোনটা।

গাস্ ঃ তোমার কথা মত বন্দুক তো বের করিনি।

বেন ঃ তুই বন্দুক বের করবি–

গাস্ ঃ দরজাটা বন্ধ করার পর।

বেন ঃ দরজাটা বন্ধ করার পর।

গাস্ ঃ তুমি এটা কখনোই ভুলে যাও না, জান না?

বেন ঃ যখন সে তোকে তার পিছনে দেখবে–

গাস্ ঃ আমাকে তার পিছনে–

বেন ঃ এবং আমাকে তার সামনে–

গাস্ ঃ এবং তোমাকে তার সামনে–

বেন ঃ সে ধাঁধাঁয় পড়বে–

গাস্ ঃ অস্বস্তিতে পড়বে।

বেন ঃ বুঝবে না কি করা উচিৎ।

গাস্ ঃ তাহলে কি করবে?

বেন ঃ ও আমাকে দেখবে আর তোকে দেখবে।

গাস্ ঃ কিছুই বলবে না।

বেন ঃ সে আমাদেরকে দেখবে।

গাস্ ঃ এবং আমরা তাকে দেখবো।

বেন ঃ কেউই কিছু বলবেনা।

অল্প পরে।

গাস্ ঃ যদি ওটা একটা মেয়ে হয় তাহলে কি করব?

বেন ঃ একই কাজ করব।

গাস্ ঃ একেবারে একই?

বেন ঃ একেবারেই।

অল্প পরে।

গাস্ ঃ অন্য রকম কিছুই করবো না?

বেন ঃ সব কিছু একই ভাবেই করব।

গাস্ ঃ ও।

(গাস্ উঠে দাঁড়ায় এবং কাঁপে)

আমি আসছি।

বাম পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। বেন বিছানায় বসে থাকে-একেবারে অনড়। টয়লেটের ফ্লাশ টানা হয়, কিন্তু ফ্লাশ হয় না। (নিরবতা)।

গাস্ ফিরে আসে এবং দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যায়– চিন্তায় মগ্ন। সে বেন-কে দেখে এবং ধীর পায়ে নিজের বিছানার দিকে হেঁটে যায়। তাকে দুশ্চিন্তিত দেখায়। সে দাঁড়ায়-এখনো চিন্তায় মগ্ন। ঘুরে দাঁড়ায় এবং বেন-কে দেখে। ওর দিকে কয়েক পা আগায়।

(ধীরে, ভীত স্বরে) যদি সে জানতোই কোন গ্যাস নেই তো আমাদের দেশলাই পাঠালো কেন?

(বেন মাথা উঁচু করে)

সে কেন এটা করল)

বেন ঃ কে?

গাস্ ঃ কে পাঠালো দেশ্‌লাইগুলো?

বেন ঃ কি বলছ এসব?

(গাস্ নত মাথায় বেনকে দেখে)

গাস্ ঃ (কড়া সুরে) উপরতলায় কে?

বেন ঃ (ভীত স্বরে) এটার সাথে ওসবের কি সম্পর্ক?

গাস্ ঃ তারপরও বল, কে উপরতলায়?

বেন ঃ এটার সাথে ওসবের কি সম্পর্ক?

(খবরের কাগজের জন্য বিছানা হাতড়ে বেন হুমড়ি খায়।)

গাস্ ঃ আমি একটা প্রশ্ন করেছি তোমাকে।

বেন ঃ আর না!

গাস্ ঃ (ছটফটে ভাবটা বাড়ছে) তোমাকে আগেও জিজ্ঞেস করেছি। কার দায়িত্বে আছে এটা? জিজ্ঞেস করেছি তোমাকে। তুমি বলেছ যাদের এটা ছিল তারা চলে গেছে। তাহলে, কে এসেছে?

বেন ঃ (অস্বস্তীর সাথে) থাম।

গাস্ ঃ বলেছি তোমাকে, বলিনি?

বেন ঃ (দাঁড়াতে দাঁড়াতে) থাম!

গাস্ ঃ (রাগান্বিত) আমি বলেছি তোমাকে কে এই জায়গার মালিক ছিল, বলিনি? বলেছি তোমাকে।

(বেন খুব জোরে ওর কাঁধে আঘাত করে।)

আমি বলেছি তোকে কারা এ জায়গাটা চালায়, বলিনি?

(বেন খুব জোরে ওর কাঁধে আঘাত করে।)

(হিংস্রভাবে) কেন ও এই খেলা গুলো খেলছে? আমি জানতে চাই। কেন সে এগুলো করছে।

বেন ঃ খেলা মানে?

গাস্ ঃ (আবেগভরে, এগিয়ে এসে) কেন যে এগুলো করছে? আমারাতো পরীক্ষা গুলো দিয়েছি, দেইনি? অনেক আগে ওসবথেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা, আসিনি? দু'জনকে সেরে ফেলেছি একসাথে, মনে আছে তোমার, করিনি? আমরাতো অনেক আগেই প্রমান দিয়েছি, দেইনি? সব

সময়ই কাজ ভালভাবে শেষ করেছি। তাহলে এগুলো সে কেন করছে? উদ্দেশ্য-টা কি? এই খেলা গুলো সে কেন খেলছে? ফাঁপা অংশের ভিতর বাক্সটা নীচে নামে তাদের পিছনে। স্বাভাবিক শব্দের সাথে এখন তীক্ষ্ণ বাঁশীর শব্দ যোগ করে ওটা নামে। গাস্ দৌড়ে হাচ্ এর কাছে যায় এবং চিরকুট-টা তোলে।

(পড়ছে) গলদা চিংড়ি!

(সে কাগজটা মুচড়ে ফেলে, টিউব-টা তোলে, বাঁশীটা খুলে ফেলে, ফুঁ দেয় এবং কথা বলে।)

আর কিছুই নাই আমাদের কাছে! কিছুই না! বুঝতে পারছ?

(বেন টিউব-টা ছিনিয়ে নেয় এবং গাস্-কে সরিয়ে দেয়। গাস্-এর পিঁছু পিঁছু যায় এবং হাতের পিছন-ভাগ দিয়ে বুকের উপর জোরে চড় মারে।)

বেন ঃ থাম্! পাগল!

গাস্ ঃ কিন্তু শুনেছতো তুমি!

বেন ঃ (সহিংশক) যথেষ্ট হল! আবার যদি বলিস!

(নিরবতা)

বেন টিউব-টা ছেড়ে দেয়। নিজের বিছানায় যায় এবং শুয়ে পড়ে। খবরের কাগজটা উঠিয়ে পড়তে থাকে।

নিরবতা

বাক্স-টা উপরে চলে যায়।

দু'জনে দ্রুততার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে। বেন খবরের কাগজে ফিরে যায়।

ধীর পায়ে গাস্ নিজের বিছানায় যেয়ে বসে পড়ে)

নিরবতা

হ্যাচ্টা জায়গা মত পড়ে।

দু'জনে দ্রুতার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে। বেন খবরের কাগজে ফিরে যায়।)

নিরবতা

বেন খবরের কাগজ-টা ছুড়ে ফেলে।

বেন ঃ ধুর!

(সে খবরের কাগজ-টা তোলে এবং দেখতে থাকে।)

শোন লিখেছে কি!

অল্প পরে।

কেমন হল, বল?

অল্প পরে।

খাইছে!

অল্প পরে।

এরকম কিছু শুনেছিস কখনো?

গাস্ ঃ (অলস সুরে) আরে না!

বেন ঃ ঘটনা সত্য!

গাস্ ঃ বললেই হল।

বেন ঃ আরে, এখানে লেখা আছে একেবারে।

গাস্ ঃ (খুব নীচু স্বরে) সত্যি ঘটনা তাহলে সত্যি?

বেন ঃ ভাবতে পারো।

গাস্ ঃ অবিশাস্য।

বেন ঃ বমি করার জন্য এটাই যথেষ্ট, তাই না?

গাস্ ঃ (প্রায় নিঃশব্দে) আশ্চর্য-জনক।

(বেন মাথা নাড়ে। সে খবরের কাগজ নামিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বন্দুক-থলিতে রিভলবারটা ঠিক-ঠাক করে।

গাস্ উঠে দাঁড়ায়। সে বাম দিকের দরজায় দিকে এগিয়ে যায়।)

বেন ঃ কোথায় যাচ্ছিস?

গাস্ ঃ এক গ্লাস পানি খাব।

(সে বেরিয়ে যায়। নিজের জামা আর জুতা থেকে ধুলা-বালি ঝেড়ে ফেলে বেন। স্পিকিং টিউবে বাঁশী বাজে। সে ওখানে যায়, বাঁশীটা বের করে এবং টিউবটা কানে দেয়। শুনতে থাকে। মুখে দেয়।)

বেন ঃ হ্যাঁ।

(কানে দেয়। শোনে। মুখে দেয়।)

এখনই। হ্যাঁ।

(কানে দেয়। শোনে। মুখে দেয়।)

জি, আমরা রেডী।

(কানে দেয়। শোনে। মুখে দেয়।)

বুঝেছি। আবার বলেন। সে পৌছেছে এবং এখনই আসবে। আমরা যেভাবে করে থাকি সেভাবেই।

বুঝেছি।

(কানে দেয়। শোনে। মুখে দেয়।)

জি, আমরা রেডী।

(কানে দেয়। শোনে। মুখে দেয়।)

জি।

(সে টিউব-টা ঝুলায়ে দেয়।)

গাস্!

(একটা চিরুনী বের করে এবং চুল আচড়ায়, জ্যাকেট-টা ঠিক করে যাতে রিভলবার-টার উপস্থিতি টের না পাওয়া যায়। বামে টয়লেটের ফ্লাশ-টা চলে। বেন তাড়াতাড়ি বাম দরজার কাছে যায়।)

গাস্!

ডানের দরজা খুব জোরে সোরে খুলে যায়। বেন ঘুরে দাঁড়ায়– তার বন্দুক দরজার দিকে তাক করে রাখা গাস্ হুমড়ি খেয়ে ঢোকে।

(তার কাছ থেকে জ্যাকেট, ওয়েইষ্ট-কোট, টাই, হোলস্টার এবং রিভলবার নিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সে থামে, নিচুঁ হয়ে থাকা অবস্থায়– দু'হাত দু'পাশে।

মাথা উঁচিয়ে বেন-কে দেখে।)

(বেশ কিছু সময় পরে।)

(দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

(পর্দা নামে।)

ঃসমাপ্তঃ

BIBLIOGRAPHY

- Basnett, S. 1980. *Translation Studies*. London: Routledge.
- Lefevere, A. 1992. *Translation as of rewriting*. London: Routledge.
- Maddern, M. 1977. *Bengali Poetry into English: An Impossible Dream*. Calcutta.
- Nabokov, V. 1982. *Problems of Translation*.
- Nida, E. 1964. *Principles of correspondence*.
- http://www.google.com

What Printer font did you use